প্রথম আলো

তারিখ 08 JUL 2005
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

১২-১৩ নভেম্বর সার্ক সম্মেলন

প্রস্তুতির উদ্যোগ নিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বিশেষ প্রতিনিধি

আগামী ১২ ও ১৩ নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠেয় ১৩তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

দ্বিতীয় দফায় সার্ক সম্মেলন স্থগিত ঘোষণার পাঁচ মাস পর গতকাল বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে প্রস্তুতি কমিটির বৈঠক হয়।

প্রায় দু ঘণ্টা স্থায়ী বৈঠকে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্কের শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এতে সার্ক প্রস্তুতি কমিটির সমন্বয়ক ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা রিয়াজ রহমান সভাপতিত্ব করেন। উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র সচিব হেমায়েত উদ্দিনসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

বৈঠকের পর গতকাল দুপুরে রিয়াজ রহমান প্রথম আলোকে বলেন, পরপর দুবার সার্ক স্থগিত হওয়ায় সব কাজ থেমে গিয়েছিল। এখন আবার সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে, যাতে আগামী ৪ মাসের মধ্যে প্রস্তুতি সম্পন্ন করা যায়। তিনি বলেন, সার্ক সম্মেলন অনুষ্ঠানে আমাদের প্রস্তুতি আগেই নেওয়া ছিল। সে কাজগুলোই আবার সক্রিয় করা হবে। নিরাপত্তা, পরিবহন, তথ্য, প্রটোকল, বিমান পরিবহনসহ ১০টি প্রস্তুতি উপ-কমিটি রয়েছে। এ কমিটিগুলো কার্যকর করার বিষয়টি আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

এক প্রশ্নের জবাবে রিয়াজ রহমান বলেন, সার্ক সম্মেলনের সামগ্রিক অনুষ্ঠানসূচি, রাষ্ট্রীয় অতিথিদের প্রটোকল ও হোটেল নির্ধারণ, উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান এবং এর স্থান নির্ধারণ, অবকাশ যাপন, আলোচ্যসূচি, ঢাকা ঘোষণা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয় নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে রিয়াজ রহমান বলেন, সার্ক সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য নতুন করে বাজেট চাওয়া হবে। খুব শিগগিরই বাজেটসংক্রান্ত একটি বৈঠক হতে পারে।

অবশ্য পরপর দুবার সম্মেলন স্থগিত হওয়ার কারণে অন্যান্য ক্ষতির পাশাপাশি বিপুল আর্থিক ক্ষতিও হয়।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সার্কের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে সমন্বিতভাবে অর্থনৈতিক ও বিনিয়োগ সহযোগিতা জোরদার করা। ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো একটি কার্যকর জোটে পরিণত করতে হলে সার্ককে ধাপে ধাপে এগোতে হবে।

সার্ক দেশগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য উন্নত অবকাঠামো দরকার। এরপর সার্ক দেশগুলোর অভিন্ন বাজার ও একক মুদ্রা ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, দারিদ্র্য বিমোচনসংক্রান্ত কমিশনের সুপারিশমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। ইতিমধ্যে দু দশক অতিবাহিত হয়েছে। এখন বাস্তবায়নের দিকে জোর দেওয়া ছাড়া বিকল্প নেই বলে তিনি জানান।